দৈনিক জনকণ্ঠ

127

তারিখ 06 JUL 1997
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

শিক্ষা ক্ষেত্রে দুর্নীতি

শিক্ষকদের পেশা একটি মহৎ পেশা। শিক্ষার প্রসার ঘটানোর দায়িত্ব এই শিক্ষকসমাজের কাঁধেই ন্যস্ত। শুধু শিক্ষার প্রসার নয়, প্রকৃত শিক্ষা ও জ্ঞানের বিকাশ ঘটানোর দায়িত্বই শিক্ষকসমাজের হাতে। এই মহৎ পেশায় যাঁরা নিয়োজিত ছিলেন এবং এখনও আছেন আমাদের সমাজের চোখে তাঁরা সম্মানিত এবং বিশেষ মর্যাদার আসন পেয়ে আসছেন। কারণ এই মহৎ পেশার সঙ্গে যাঁরা সম্পৃক্ত তাঁদের হাতেই ন্যস্ত আছে শিক্ষিত নাগরিক গড়ে তোলার প্রধান দায়িত্ব। কিন্তু ইদানীং আমাদের দেশের শিক্ষার মান যে হারে এবং সেই সাথে শিক্ষা ক্ষেত্রে যে অব্যবস্থা লক্ষ্য করা যাচ্ছে তাতে দেশবাসী উদ্বিগ্ন না হয়ে পারে না।

শিক্ষকদের হাতে শিক্ষার আলোকবর্তিকা প্রজ্জ্বলনের মহান দায়িত্ব ন্যস্ত। কিন্তু বর্তমানে এই মহৎ পেশায় থাকা অবস্থায় কোন কোন শিক্ষক যেভাবে আদর্শবর্জিত কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ছেন তাতে শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে যেমন বিঘ্ন ঘটছে তেমনি শিক্ষকসমাজের ভাবমূর্তি যারপরনেই ক্ষুণ্ন হচ্ছে।

উল্লেখ্য যে, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিস্তর সমস্যা আছে। দুর্নীতিও কম নেই। বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে, পরীক্ষার উত্তরপত্র নিয়েও বহু অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষার মতো পবিত্র দায়িত্বে যাঁরা নিয়োজিত আছেন তাঁদের মধ্য থেকেও কেউ কেউ এই সব ঘৃণ্য কাজের সঙ্গে জড়িত থাকেন বলে অভিযোগ রয়েছে। কিন্তু এঁদের বিরুদ্ধে তেমন কোন ব্যবস্থা এ পর্যন্ত গৃহীত হয়নি বলেই শিক্ষার পবিত্র ক্ষেত্রে দুর্নীতি প্রতিরোধ করা সম্ভব হচ্ছে না।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যে, গত শুক্রবার দেশের সকল জাতীয় সংবাদপত্রে এমনি একজন কলেজের প্রভাষক কর্তৃক পরীক্ষার খাতা পুনর্লিখন করে কতিপয় পরীক্ষার্থীর নিকট থেকে অর্থ আদায় করার এক সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রভাষক উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ইংরেজীর উত্তরপত্র পুনর্লিখনের জন্য প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে তিন হাজার থেকে সাত হাজার টাকা আদায় করার সময় পুলিশ তাঁকে হাতেনাতে গ্রেফতার করে।

এই ঘটনায় আমাদের সকলের মাথা হেঁট না হয়ে কোন উপায় নেই। আমাদের দেশে পরীক্ষা কেন্দ্রে গণটোকাটুকি হয়ে থাকে। পরীক্ষা ব্যবস্থার মধ্যেই গলদ থাকার কারণে আমাদের শিক্ষার্থীদের মধ্যে নকল করার প্রবণতা দেখা যায় বলে বিশেষজ্ঞ মহল মনে করে থাকেন। তবে শিক্ষক কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে পরীক্ষার উত্তরপত্র পুনর্লিখনের কাজটির মতো ঘৃণ্য কাজের কথা ইতোপূর্বে লোকমুখে শোনা গেলেও হাতেনাতে ধরার একটা বড়রকম ঘটনা এবারই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। এই ঘটনায় এ কথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, আমাদের সমাজ ধীরে ধীরে অধঃপতিত হচ্ছে, আর এই কাজটি করছেন সমাজে যারা সম্মানের আসন অধিকার করে আছে তাঁদেরই কেউ কেউ।

আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে নানা প্রকার দুর্নীতির অনুপ্রবেশ ঘটতে শুরু করেছে অনেককাল থেকেই। আজ শিক্ষার এই পবিত্র অঙ্গনকে সবদিক থেকে পবিত্র রাখতে না পারলে আমরা যে অচিরেই অন্ধকারাচ্ছন্ন জাতিতে পরিণত হব, সে কথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে নানা প্রকার দুর্নীতির যে অনুপ্রবেশ ঘটছে সে সম্পর্কে অতিসম্প্রতি আমাদের রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ যে মন্তব্য করেছেন তা উল্লেখ করা আবশ্যক। তিনি দেশের উচ্চপর্যায়ের শিক্ষা ক্ষেত্রে যা হচ্ছে সে সম্পর্কে বলেছেন, 'এখন ভুয়া বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে, ভুয়া ভাইস চ্যান্সেলরও পাওয়া যাচ্ছে।'

রাষ্ট্রপতির এই অভিযোগ খণ্ডন করার কোন অবকাশ নেই। অভিযোগ কেবল উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রেই যে আছে তাই নয়, সর্বক্ষেত্রেই এরূপ অব্যবস্থা এবং নানা প্রকার দুর্নীতি শুরু হয়েছে।

শিক্ষা ব্যবস্থাকে গণমুখী করতে হলে এবং প্রকৃত শিক্ষার আলোক ঘরে ঘরে পৌঁছাতে হলে এ ক্ষেত্রে কেবল অধিক অর্থ বরাদ্দ করলেই কোন কাজ হবে না; নিরক্ষরতা দূর আর শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি করার সাথে সাথে প্রকৃত শিক্ষা ও প্রকৃত জ্ঞানচর্চা বৃদ্ধি করার বিষয়েও সমানভাবে গুরুত্ব দেয়া না হলে আগামী দিনে জাতিকে যে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে থাকতে হবে তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।